R. N. No 2532/57

Regd. No. C. 853

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

খেতে ভাল ফোন—২৩
★ মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
★ রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

৬০শ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২১শে কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
৭ই নভেম্বর, ১৯৭৩ সাল।

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

রঘুনাথগঞ্জে সি-পি-এম-এর ডাকে বিরাট জনসভা

কয়েকজন পুঁজিপতি-কালোবাজারী-জোতদারকে সন্তুষ্ট রেখে দেশে সমাজতন্ত্র আনা যায় না

—জ্যোতি বসু

রঘুনাথগঞ্জ, ৬ই নভেম্বর—গত ৪-১১-৭৩ স্থানীয় ম্যাকেঞ্জি পার্ক ময়দানে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে কম দামে খাদ্য সরবরাহ ও রেশনে চাল-গমের পরিমাণ বৃদ্ধি, বেকারদের কাজ, সন্ত্রাস বন্ধ ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, মিসা আইন বাতিল ও রাজবন্দীদের মুক্তি, তাঁতশিল্পী ও বিড়ি শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান প্রভৃতির দাবীতে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক শ্রীসত্যনারায়ণ চন্দ্র। শ্রীচন্দ্র তাঁর ভাষণে চাষীদের পাটের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করার জন্য সরকারী নীতির তীব্র নিন্দা করেন এবং কর্ডনকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মুখের গ্রাস নিয়ে যেভাবে ছিনিমিনি খেলা চলছে, তাও তিনি তুলে ধরেন।

প্রাদেশিক কৃষকনেতা মনসুর হবিবুল্লা বলেন—গরীবের উপর ট্যাক্স চাপিয়ে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেশের গরীবী হঠান যায় না। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় খেটে খাওয়া মানুষ পর্যন্ত সম্মান পাচ্ছেন। কংগ্রেস সরকার কিছু জোতদারকে সন্তুষ্ট রেখে ছোট চাষীর ধান সংগ্রহ করে লেভির ‘কোটা’ পূরণ করছেন। শ্রীহবিবুল্লা যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙ্গার পিছনে যে চক্রান্ত আছে তা বিশ্লেষণ করেন। তিনি আরও বলেন, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মঙ্গল আনতে হলে ঐ মানুষের দল নিয়ে দিল্লীর গদী ভেঙ্গে ফেলে নূতন দুনিয়া গড়তে হবে।

মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সর্ব্বভারতীয় নেতা জ্যোতি বসু বলেন—কংগ্রেস সরকার বড় ব্যবসায়ী, পুঁজিপতিদের স্বার্থ দেখছেন। সেই কারণে টাটা, বিড়লা, পাটকল, সুতোকল, চিনিকলের মালিকরা এই রাজত্বে যত টাকা লাভ করেছেন, তা আর কোন দিন করেননি। তিনি বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকার গদীতে বসবার পর থেকেই মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখছে, ১৭ হাজার বেকারের এখনও চাকরী হয়নি, প্রকৃত চাষীরা চাষের জন্য কৃষি ঋণ পাননি, দশ হাজার গ্রামে আলোকীকরণ তো হয়ইনি বরং আজ কেরোসিনের অভাবে গ্রামবাংলা অন্ধকার। তিনি আরও বলেন, ইন্দিরা-

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

হস্তান্তরিত জমি পুনরুদ্ধার

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সাগরদীঘি, ২রা নভেম্বর—সাংসারিক অভাবের তাড়নায় অথবা কৃষিকার্য পরিচালনার জন্য ২ হেক্টর (১৫ বিঘা) জমির মালিক যদি তাঁর জমি হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়ে থাকেন, তবে উচিত মূল্যের চার শতাংশ সুদ সমেত অনধিক দশটা কিস্তিতে সেই টাকা পরিশোধ করলে ক্রেতার কাছ থেকে সেই জমি ফেরত পাবেন। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের ভূমি সংস্কার বিভাগ থেকে এই ব্লকে প্রেরিত এক নির্দ্দেশে (মেমো নং ৯০৯০ (১৫) এল, আর/৬ এম—৬৪/৭৩ তারিখ, কলিকাতা-১৬।৫।৭৩) এই কথা বলা হয়েছে। ঐ নির্দ্দেশে আরও বলা হয়েছে যে, যদি হস্তান্তরিত সেই জমির উন্নতির জন্য ক্রেতা কোন রকম ব্যয় করে থাকেন তবে পুনরুদ্ধারকারীকে সেই টাকাও ফেরত দিতে হবে। হস্তান্তরিত জমি পুনরুদ্ধার আইন (১৯৭৩) অনুযায়ী, ১৯৬৮ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে এই আইন চালু হওয়ার দিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা কার্যকর হবে এবং এ ব্যাপারে বি, ডি, ও (এক্ষেত্রে বিশেষ অফিসার) র নিকট আবেদন জানাতে হবে।

বোমা তৈরীর মশলাপাতি সমেত ২ জন গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ১লা নভেম্বর—এই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার এবং জঙ্গিপুরের সার্কেল ইন্সপেক্টর বোখারা গ্রামের উপকণ্ঠে বাদশাহী সড়কের বুড়ি সাঁকো থেকে রঘুনাথগঞ্জ শহরের অনতিদূরে গোপালনগরের কুখ্যাত চারু ঘোষ এবং জঙ্গিপুর বরজের লালমহম্মদ নামে দুইজন দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করেছেন গত ২৯শে অক্টোবর রাত্রে।

প্রকাশ, গোপনসূত্রে খবর পেয়ে এই থানার ও, সি এবং জঙ্গিপুরের সি, আই ঐ রাত্রে বুড়ি সাঁকোর কাছে একদল সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ওৎ পেতে থাকেন এবং তাদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হন। ধৃত দুর্বৃত্তদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে বোমা তৈরীর মশলাপাতি উদ্ধার করা হয়েছে। ডাকাতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ অনেকদিন ধরে এদের খোঁজ করছিল। গতকাল তাদের জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেওয়া হয়েছে। পুলিশ তদন্ত চলছে।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—**সদরঘাট** *
ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার
সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস,
ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

॥ সব্ ঝুটা হায়্ ॥

কিছুদিন হইল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় দলের অন্যান্য নেতার মত কয়েকটি সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকগণের ঘাড়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য দোষ চাপাইয়া তাঁহার ব্যর্থতার ঝাল মিটাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সুযোগ লইয়া কয়েকটি সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকগণ সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করিতেছেন এবং কংগ্রেসের চরিত্র হনন ও ভাবমুর্তি নষ্ট করিতেছেন। তাঁহার এই উক্তিতে ইহাই অনুমান করিতে হয় যে, রাজ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আদৌ ঘটে নাই, নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দর স্বাভাবিক আছে। সাংবাদিকগণ বাড়াইয়া লিখিতেছেন। কিন্তু তিনি জানেন কি যে, যে সব সাংবাদিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সংবাদ লেখেন তাঁহাদেরও বর্দ্ধিত মূল্যেই নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিতে হয়। এক্ষেত্রে তাঁহাদের যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। বলা বাহুল্য, সেই অভিজ্ঞতা নিতান্তই তিক্ত। রাজভবনে বসিয়া 'শোনা কথা'র অভিজ্ঞতা তাঁহাদের নয়।

ইতিপূর্বে কিছু কিছু নেতা নিজেদের দোষ ঢাকিবার জন্য "ধর্মের ষাঁড়," "লাথি মারিয়া··· " ইত্যাদি বলিয়া সাংবাদিকদের যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। সাংবাদিক এমন একটি জীব যিনি বিশেষ করিয়া গদীয়ানদের চোখের বালি।

তথাপি আমরা নেতাদের আমন্ত্রণ জানাইতেছি। তাঁহারা গ্রাম-বাংলায় আসুন; দেখিয়া যান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে পল্লীবাংলার অবর্ণনীয় দৃশ্য। বিশ্বাস না হয়, সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন দর বাড়িয়াছে না স্বাভাবিক আছে। দয়া করিয়া সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়া "শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার" চেষ্টা করিবেন না। পেটরোলের দর বৃদ্ধি পুনরায় জিনিসপত্রের দাম এবং বাসভাড়া বাড়াইবে কিনা? কেরোসিনের বর্দ্ধিত মূল্যে গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে একটিমাত্র কুপিও জ্বলিবে কি? দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মহাভারত, তবুও 'সব্ ঝুটা হায়্'?

॥ ভোগ-দুর্ভোগ ॥

খবরে প্রকাশ, অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য পুরীতে জগন্নাথদেবের ভোগ রন্ধনের জন্য হাঁড়ি পাওয়া যায়নি। তাই জগন্নাথদেবের ভোগ মহাপ্রসাদ একটি দিন বন্ধ ছিল। পুরীতে ভোগের অন্নপাক ব্যাপারটি একটি এলাহী কাণ্ড বলিয়া শুনা যায়। থাক থাক সাজান মাটির হাঁড়িতে ভোগের অন্ন পাক হয় এবং প্রতিদিনই নূতন হাঁড়ির প্রয়োজন হয়। মণের মণ চাল রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় নূতন মাটির হাঁড়ির প্রতিদিন যোগান দেওয়া – সেও এক বিরাট কর্ম। মহাপ্রসাদ দেওয়ার জন্য মাটির পাত্রেরও চাহিদা কম নয়। পর্জন্যদেবের অকৃপণ দাক্ষিণ্য সেখানে দেবতার ভোগ ব্যাপারে যে ব্যত্যয় ঘটাইয়াছে, তাহা এক ইতিহাসের মত। মোট কথা, রন্ধনস্থালীর অভাবে দেবতাকে একদিন কলা-মূলা খাইয়া কাটাইতে হইয়াছে। আজিকার দিনে ইহার অভিনবত্ব আছে বলিয়া মনে হয়।

আজকাল মানুষের খাদ্য সংগ্রহে নানা প্যাঁচ-কল। ছাঁটাইয়ের পর ছাঁটাই রেশন, খোলাবাজারে খোলাখুলি জুয়াচুরিতে সরগর দরের দুষ্প্রাপ্য চাল-গম, ডাল-তেল ইত্যাদির সাধু ব্যবসায়ীদের (?) ন্যাকামি-পূর্ণ উক্তিতে জঠরের দাবীকে দাবাইয়া কর্ণকুহরের তৃপ্তিসাধনের প্রয়াস। এমত অবস্থায় 'রাঁধিব কী' প্রশ্নই বড়। কিন্তু প্রভুর ভোগের জন্য 'রাঁধিব কিসে' সমস্যা প্রবলভাবে দেখা দিয়াছিল। দেবতাকে ত আর খাদ্যশস্য সংগ্রহে দিল্লী-কলিকাতা করিতে হয় না। স্থাণু হইয়া রহিলেই হয়। তাঁহাদের সব 'আপ্ সে হো জায়েগা'।

তবে কি ইহা দৈবী মায়া অথবা দৈবী লীলা? সংস্কৃত গল্পের পক্ষিগণ বৃষ্টিসিক্ত কম্পমান বানরগুলিকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিল। হস্তপদ থাকিতেও তাহারা এইরূপ কষ্ট পাইতেছে কেন? তাবৎ মানুষকুল কিন্তু ভাবিয়া অবাক যে, সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি উপবাসী রহিলেন, ইহার কারণ কি? পেটের জ্বালা সহিয়া লীলা দেখানর স্পৃহা মানুষ বা দেবতা কাহারও থাকিবার কথা নয়। লক্ষ্মীভ্রষ্ট দেবকুলকেও পেটের জ্বালায় মধুসূদনের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বঙ্গবাসীর অন্নকষ্ট দেখিয়া নিতান্ত মনঃকষ্টে দেবতাও বুঝি মায়ার বলে একদিনের জন্য প্রায়োপবেশন করিয়া থাকিতে পারেন—ইহা ভাবিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করায় দোষ কি?

গ্রামবাংলায় অশান্তি—পুলিশ চুপচাপ

বাহাগলপুর, ৩১শে অক্টোবর—পুলিশের কাজে গাফিলতির ফলে গ্রামবাংলায় দিনের পর দিন অশান্তি বাড়ছে বলে ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরা মনে করছেন। গত ২১শে অক্টোবর সমসেরগঞ্জ থানার পিলকী গ্রামের রেশন ডিলার মহঃ জার্জিশ সেখের বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। দুর্বৃত্তেরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রসহ বাড়ীতে হানা দিয়ে নগদ আঠার হাজার টাকা ও কিছু গয়না নিয়ে গিয়েছে। থানায় খবর দেওয়া হয়েছে। এখনও কেও গ্রেপ্তার হয়নি।

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

'দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াটারগেট টেপের পাত্তা নেই'
—সংবাদের শিরোনাম।
—ওয়াটারগেট-এ টেপ টিকতে পারে কি?

* * *

স্থানীয় সি, পি, এম আয়োজিত জনসভাফেরতা জনৈক শ্রোতা: '২৫ বছরে কংগ্রেস খারাপ কর্‌যাছে বুঝনু, তবো অকিই লোকে ভালব্যাস্‌ছে যি!'

—ভাষণান্তিক নিকুচি তথা গণতান্ত্রিক চেতনা।

* * *

শ্রীজ্যোতি বসু ওই সভায় যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন বহু লোক বাড়ির পথে পাড়ি দিচ্ছেন।

—শুধু দরশনে সাধ, শ্রবণে বিস্বাদ?

* * *

শ্রীবহুগুণা উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রিত্ব, শ্রীত্রিপাঠী কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রিত্ব পাচ্ছেন বলে খবর।

—ডিমোশন ও প্রমোশন?

* * *

ধান পাকাপাকিভাবে না পাকতেই রাজ্য সরকার ধান সংগ্রহে নেমে পড়েছেন।

—'হিয়া না ভরসা পায়, পাছে হারায়ে যায় গো'।

* * *

কেরোসিন-পেটরোল-রান্নার গ্যাসের ভারী রকমের মূল্যবৃদ্ধি ঘটল।

—সেই আদিম অন্ধকারে ঢাকা অরণ্যে পদচারী আমমাংসভোজী জীবত্বে উপনীত হওয়ার পদক্ষেপ!

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

জঙ্গিপুর স্কুল বোর্ডিং

লালগোলার রাজা বাহাদুর জঙ্গিপুর স্কুলের জন্য বহু মুদ্রা ব্যয়ে একটি দ্বিতল ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে উক্ত ছাত্রাবাসে ৬/৭ জন শিক্ষক বোর্ডার হইয়া আছেন। দুই একজন শিক্ষক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকেন বটে কিন্তু এত অধিক শিক্ষক থাকা যেন একটু দৃষ্টিকটু বলিয়া বোধ হইতেছে। কেন না উহা ছাত্রাবাস জন্য নি স্মত হইয়াছে শিক্ষকাবাস জন্য নহে। হেড মহাশয় কি বলেন?

জঙ্গিপুর সংবাদ
২৩/৪|১৩২৪ ইং ৮/৮ ১ ৭

সাক্ষাৎকারের পটভূমিকায়

[বিশেষ প্রতিনিধি]

নমস্কার। দুই হাত তুলে ভদ্রমহিলা আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। সঙ্গে তিন তিনটে এ্যালসেসিয়ান কুকুর। প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেও বুঝতে পারলাম ওরাও 'ভদ্র'। নমস্কার বিনিময়ের পর আমরা সাক্ষাতকারের পালা শুরু করলাম। সাধারণ ফ্রেমের পুরু চশমা পরিহিতা স্বাস্থ্যবতী এই মহিলা, 'দহরপাড় মহিলা সমিতি'র চৌদ্দ বৎসরের সম্পাদিকা, প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক ডাঃ অশোককুমার গুপ্তের সহধর্মিণী শ্রীমতী নান্দতা গুপ্ত ধীর স্থিরভাবে আমাদের প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলেন একে একে। প্রশ্ন :— আপনি কেন এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন? উত্তর :— আজ থেকে ১৪ বছর আগে আমি যখন এখানে আসি তখন দেখলাম অরঙ্গাবাদে সময় কাটাবার মত কোন ক্লাব বা সমিতি নাই। ফলে নিঃসঙ্গতা বোধ করতে লাগলাম। তখনই মহিলা সমিতি গঠনের চিন্তা মাথায় এল। পাড়ার ৫।৬ জন বিবাহিতা মহিলাকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে ফেললাম। প্রঃ— আপনাদের উদ্দেশ্য কি কি ছিল? উঃ— আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের সামাজিক শিক্ষা দিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণে সাহায্য করা। তখন আমরা ২৫।৩০ জন বাচ্চা ছেলেমেয়েকে সামাজিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলাম। পরে আমরা কিছু সরকারি আর্থিক সাহায্যে "ঊষা পাঠাগার" নামে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করি। প্রঃ— আপনাদের কর্মপদ্ধতি কি ছিল এবং কিভাবে সমিতির জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন? উঃ— সমিতির জন্য অর্থ সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে আমরা বেছে নিয়েছিলাম কুটির-শিল্পকে। সদস্যারা পৈতে, বড়ি, আচার, পাঁপর, পাপোষ ইত্যাদি তৈরী করতো। আমরা সেই সমস্ত জিনিস বাজারে বিক্রী করতাম। এ ব্যাপারে স্থানীয় কয়েকজন ব্যবসায়ী আমাদের সাহায্য করতেন। এইভাবে আমরা অনেক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করতে পেরেছি। ঐ সমস্ত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য তাদেরকে যে মজুরী দেওয়া হতো সেই মজুরী থেকে টাকা প্রতি এক আনা সমিতির তহবিলে জমা পড়তো। সমিতির অর্থ নৈতিক কাঠামো এইভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। আমাদের কর্মপদ্ধতির মধ্যে Social work-ও ছিল। যেমন ১৯৭১ সালে শরণার্থী ত্রাণের জন্য আমরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেছি। তারও আগে বন্যাত্রাণের জন্য আমরা অনুরূপভাবে এগিয়ে গিয়েছি। প্রঃ— মহিলা সমিতি স্থাপনের সময় অথবা পরে আপনারা কোন বাধা পেয়েছিলেন কি? উঃ— সমিতি স্থাপনের সময় সামাজিক কুসংস্কারের জন্য মেয়েদের নিয়ে প্রথম প্রথম সমিতির কাজে অসুবিধা হয়েছিল। সেই সমস্ত বাধা দূর করতে আমাকে এককভাবে পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এখন সে সবের বালাই নেই পরে বহিরাগতাদের ক্ষমতার লোভ, রেষারেষিতে অরঙ্গাবাদ মহিলা সমিতি নামে আরও একটি সমিতি বছর দুয়েক আগে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে অবশ্য সেই সমিতির অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে প্রঃ— গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সঙ্গে আপনাদের সমিতির কোন যোগাযোগ আছে কি? উঃ— না। আমাদের সমিতির সঙ্গে রাজনীতির কোন সংস্পর্শ আদৌ নাই। প্রঃ— ভবিষ্যতে গঠনমূলক কোন পরিকল্পনা গ্রহণের কর্মসূচী আছে কি? উঃ— দুই একজন সদস্যার রদবদলের পর যাঁরা এসেছেন তাঁরা বিশেষ উৎসাহী নন। অধুনা মহিলারা সাংসারিকভাবে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছেন। উৎসাহের অভাবে নতুন কিছু করা বা গড়া এখন আর সম্ভব নয়। কাজেই ভবিষ্যতে গঠনমূলক কোন পরিকল্পনা গ্রহণের ইচ্ছা আপাততঃ নাই। প্রঃ— বর্ত্তমানে সমিতির সদস্যা সংখ্যা কত? উঃ— সদস্যা সংখ্যা ৪০ এবং কার্য্যকরী কমিটির ৯ জন। মোট ৪৯। প্রঃ— স্থানীয় জনসাধারণের সমর্থন আপনারা কতটুকু পেয়েছেন? উঃ— জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সহযোগিতা আমরা বরাবর পেয়ে এসেছি। ভবিষ্যতেও পাবো বলে আশা রাখি।

ট্রাক চালকদের রাস্তা অবরোধ
বাসযাত্রীর ভোগান্তি

ধুলিয়ান, ২৯শে অক্টোবর—৩৪নং জাতীয় সড়কে গোয়ালাদের একটি গরুকে পাটবোঝাই একটি ট্রাকের ধাক্কা মারার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারামারি হয়ে গিয়েছে গত ২৬শে অক্টোবর ধুলিয়ান ডাকবাংলোর মোড়ে। ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েকজন পাঞ্জাবী ট্রাকচালকের সাথে গোয়ালাদের প্রথমে বচসা এবং পরে সংঘর্ষ বাধে। খবর পেয়ে সমসেরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সশস্ত্রবাহিনী সহ ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে ২ জন গোয়ালাকে গ্রেপ্তার করেন। এর পরে ট্রাকচালকের দল প্রায় দুই তিন শ' ট্রাক দিয়ে রাস্তা অবরোধ করে। স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং এস, ডি, পি, ও-এর হস্তক্ষেপে তারা রাস্তা থেকে অবরোধ তুলে নেয় এবং যানচলাচল ব্যবস্থা পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে আসে। এই ঘটনার ফলে ৬ ঘণ্টা ধরে অনেক বাসযাত্রীকে চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হ'তে হয়।

রঘুনাথগঞ্জ—মোড়গ্রাম বাস রুট প্রসঙ্গে

রঘুনাথগঞ্জ, ৩১শে অক্টোবর—রঘুনাথগঞ্জ—মোড়গ্রাম রুটে দু'খানি বাস 'জয় সীতারাম' ও 'জয় গণেশ' চলাচল করে। 'জয় সীতারাম' বাসটি আজ বেশ কিছুদিন হ'তে বন্ধ। 'জয় গণেশ' এরও চলাচলে কোন নিশ্চয়তা নাই। প্রায় বিকল অবস্থায় পড়ে থাকে। ফলে যাত্রীদের দিনের পর দিন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এ বিষয়ে আশু প্রতিকারের জন্য জেলা আর, টি, এ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

একটি আবেদন

জঙ্গিপুর মহকুমার প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্ত্তিতে আর মাত্র চার বৎসর বাকী আছে। শোনা যাচ্ছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই উপলক্ষে একটি স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশ করবেন। তাঁরা আর কি করবেন জানা যায়নি, তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন যে সব শিক্ষক-ছাত্র আছেন যাঁরা অনেকেই আজ বার্ধক্যের চাপে মৃত্যুপথযাত্রী। এই সময়কালের মধ্যে যদি তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস এবং বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা না হয় তবে অনেক তথ্য অজানা থেকে যাবে। ১৮৭৭ সালে স্থাপিত, মহকুমার বহু স্মৃতিবিজড়িত, এই প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তথ্য সংগ্রহে তৎপর হবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

শোক সংবাদ

জঙ্গিপুর বারের প্রবীণ আইনজীবী শ্রীইন্দুভূষণ সরকার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবপ্রসাদ সরকার স্ত্রী, পুত্র কন্যা সহ গত ৩১শে অক্টোবর লালগোলা শিয়ালদহ লাইনে কর্মস্থল কলিকাতা যাবার পথে কৃষ্ণপুর ষ্টেশনে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। দেবীর এই অকালমৃত্যুতে স্বজনগণের ন্যায় আমরাও ব্যথিত। বৃদ্ধ পিতামাতাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমাদের নেই। তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

প্রাচীন মূর্তি আবিষ্কার

সাগরদীঘি, ১লা নভেম্বর—স্থানীয় অধিবাসী শ্রীশচী দাসের বাড়ীর আঙ্গিনা খোঁড়ার সময় আজ চার ইঞ্চি লম্বা এবং আড়াই ইঞ্চি চওড়া একটি পাথরে সাতটি খোদাই করা প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। একখণ্ড পাথরে সুন্দরভাবে খোদাই করা একই ধরণের সাতটি দণ্ডায়মান মূর্তি রীতিমত দেখবার মত। এখন পর্যন্ত শ্রীদাসের হেফাজতে আছে এবং সেটি দেখার জন্য প্রচুর ভিড় হচ্ছে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে মূর্তিটি সংরক্ষণ করা বাঞ্ছনীয় বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন

এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট

ক্ষুদিরাম সাহা চারুচন্দ্র সাহা

(জেনারেল মার্চ্চেন্টস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স)

পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

নতুন খাদ্যনীতি অনুসারে উৎপাদকের উপর লেভি

১৯৭৩-৭৪ সনের খরিফ মরশুমের নতুন খাদ্যনীতি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করেছেন যে, যে সব উৎপাদকের সেচপ্রাপ্ত এলাকায় সাত একরের বেশী এবং সেচহীন এলাকায় ১০ একরের বেশী ধানী জমি আছে তাঁদের উপর বর্তমানের চালু স্তরবিন্যস্ত লেভি বহাল থাকবে।

গত বছরের মতই লেভির পরিমাণ নিম্নোক্তরূপ হবে :

সেচপ্রাপ্ত এলাকা

জমির পরিমাণ	লেভির পরিমাণ
৭ একর পর্য্যন্ত	শূন্য
৭ একরের বেশী ও ১০ একর পর্যন্ত	৭ একরের অতিরিক্ত একর প্রতি ৬ কুইন্টাল ধান
১০ একরের বেশী	১৮ কুইন্টাল ধান এবং সেই সঙ্গে ১০ একরের অতিরিক্ত একর প্রতি ৮ কুইন্টাল ধান।

সেচহীন এলাকা

জমির পরিমাণ	লেভির পরিমাণ
১০ একর পর্যন্ত	শূন্য
১০ একরের বেশী ও ১৪ একর পর্যন্ত	১০ একরের অতিরিক্ত একর প্রতি ৪ কুইন্টাল ধান
১৪ একরের বেশী	১৬ কুইন্টাল ধান ও সেই সঙ্গে ১৪ একরের অতিরিক্ত একর প্রতি ৬ কুইন্টাল ধান।

নতুন নীতি অনুসারে লেভি প্রদানের শেষ তারিখ বর্তমানের ৩১ মার্চ্চের বদলে ২৮ ফেব্রুয়ারী করা হয়েছে।

সরকার স্থির করেছেন যে যে সব উৎপাদক সময়মত লেভি দেবেন বা সরকারের এজেন্টদের কাছে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাঁদের পণ্যদ্রব্য বিক্রি করবেন তার প্রয়োজনীয় সরকারী রসিদ দাখিলের ভিত্তিতে সার বণ্টন ও কৃষি ঋণদানের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। [নিউজ ব্যুরো]

৫২ কুইন্টাল বে-আইনী চাল আটক

সাগরদীঘি, ৩রা নভেম্বর—স্থানীয় পুলিশ আজ সাগরদীঘি ষ্টেশনে একটি ট্রেণ তল্লাশী চালিয়ে প্রায় ৫০ কুইন্টাল বে-আইনী চাল আটক করেছেন।

এই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার গতকাল ৩৪নং জাতীয় সড়কে ২ কুইন্টাল বে-আইনী চাল এবং ৪ কুইন্টাল গম আটক করেছেন। কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। পুলিশীসূত্রে এই সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। ট্রেণে এবং সাইকেলে চাল এবং আটা পাচার অবাধে চলছে।

১ম পৃষ্ঠার পর [রঘুনাথগঞ্জে সি-পি-এম-এর ডাকে বিরাট জনসভা]

সরকার দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন বলেছেন ; কিন্তু কয়েকজন পুঁজিপতি, কালোবাজারী ও জোতদারকে সন্তুষ্ট রেখে এবং বৃহত্তর জনসমাজের দুর্গতি ঘটিয়ে দেশে সমাজতন্ত্র আনা যায় না। শ্রীবসু বলেন, গ্রামের মানুষ দু'টি ভাতের মুখ দেখতে পান না—কচুপাতা খেয়ে বাঁচতে হয়, শ্রমিকের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাকে ছাঁটাই করা হয় এই কি সমাজতন্ত্র ? তিনি আরও বলেন, বর্ত্তমান কংগ্রেস রাজত্বে মন্ত্রী, এম-এল-এ এবং তাঁদের চেলাচামুণ্ডারা যেভাবে বিভিন্ন খাত থেকে টাকা আত্মসাৎ করেছেন সেটাও ইতিহাস হয়ে থাকবে। শ্রীবসু সব শেষে বলেন—এদের ক্রিয়াকলাপে বাধা দিতে হবে, ক্ষমতাচ্যুত করতে হলে আমাদের সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলনের সামিল হতে হবে। এরা যতদিন গদীতে থাকবে ততদিন দেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ ঘুচবে না, দেশের যুবকদের চরিত্রের নৈতিক অধঃপতন ঘটবে।

সভা শেষে গণনাট্যসংস্থা কর্ত্তৃক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়। সভায় গ্রামাঞ্চলের বহু মানুষ যোগদান করেন।

বাণী প্রকাশে'র দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা

বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্কসে'র

ক্যাপিটাল

গ্রন্থের সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ।

প্রধান সম্পাদক : **অধ্যক্ষ পীযূষ দাশগুপ্ত ॥** ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রতিখণ্ডে অর্ধ সহস্রাধিকের মত পৃষ্ঠা থাকবে। গ্রাহক মূল্য প্রতিখণ্ড ১৫৲ টাকা। ৬৲ টাকা অগ্রিম জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে। পরে প্রতিখণ্ড বই নেবার সময় ১৪৲ টাকা করে দিতে হবে। বই প্রকাশের তারিখ সংবাদপত্রে ঘোষিত হবে।

॥ প্যারীচাঁদ মিত্র রচনাবলী ॥

প্রধান সম্পাদক : **ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র।** 'আলালের ঘরের দুলাল' খ্যাত প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের সমগ্র বাংলা ও ইংরাজী রচনা-সহ দু'খণ্ডে সম্পূর্ণ। গ্রাহক মূল্য প্রতিখণ্ড ১০৲ টাকা। ৫৲ টাকা অগ্রিম দিয়ে গ্রাহক হ'তে হবে। মনোরম ছাপা, রেক্সিন বাঁধাই।

মণি-অর্ডার পাঠানোর এবং গ্রাহক হবার মূল কেন্দ্র :—

বাণী প্রকাশ ॥ এ/১২৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২

শাখাকেন্দ্র : *ষ্টুডেণ্টস্ ফেভারিট*

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের মধ্যে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত